UNHCR
The UN Refugee Agency

প্রেস রিলিজ

কক্সবাজার **১৯ অক্টোবর ২০২০**

কক্সবাজারে শরণার্থী ও স্থানীয়দের কোভিড-১৯ চিকিৎসায় হাসপাতাল সুবিধা বাড়লো

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর আজ সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ সরকারের সাথে মিলে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে কোভিড-১৯ এর গুরুতর রোগীদের চিকিৎসার জন্য বর্ধিত স্বাস্থ্যসেবা উদ্বোধন করেছে।

অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন হাসপাতাল পরিচালনা কমিটির প্রধান ও মাননীয় সাংসদ জনাব সাইমুম সারওয়ার কমল, সদর হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও সহকারী পরিচালক ডাঃ রফিক-উস-সালেহীন, কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, কক্সবাজার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রতিনিধি, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ের হেলথ সেক্টর কোঅর্ডিনেটর, ইউএনএইচসিআর-এর সিনিয়র অপারেশনস কোঅর্ডিনেটর হিনাকো টৌকি ও অন্যান্য।

২০২০ সালের জুন মাসে ইউএনএইচসিআর-এর সহযোগিতায় কক্সবাজারের প্রথম নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) ও হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট (এইচডিইউ)-এর উদ্বোধন করা হয়। গুরুতর রোগীদের জন্য নির্মিত আইসিইউ-তে বর্তমানে আছে ১০টি বেড, ১১টি ভেন্টিলেটর ও ২টি পোর্টেবল ভেন্টিলেটর; আর এইচডিইউ-তে আছে ৮টি শয্যা। নতুন করে যুক্ত হতে যাওয়া ২০টি শয্যার মাধ্যমে গুরুতর কোভিড-১৯ রোগীদের আরও বেশি চিকিৎসা সেবা দেয়া যাবে।

অতিরিক্ত এই ২০ শয্যার পাশাপাশি ইউএনএইচসিআর একটি ওয়ার্ড তৈরি করে দিচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন করে। এছাড়া ১০ জন মেডিক্যাল ডক্টর, ১৫ জন স্টাফ নার্স, একজন সিনিয়র নার্স, একজন ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল সুপারভাইজার, ৮ জন ক্লিনার ও ৮ জন ওয়ার্ড স্টাফ সহ মোট ৪৩ জন নতুন স্টাফের দায়িত্ব নিচ্ছে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা। এছাড়া বেড, দেয়াল থেকে সরবরাহকৃত অক্সিজেন, অক্সিজেন পাম্প, ইনফিউশন এন্ড সিরিঞ্জ পাম্প, এবং স্পেশালাইজড মেডিক্যাল পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই)-র মত বিশেষায়িত বিভিন্ন উপকরণ ও ঔষধও প্রদান করা হয়েছে।

হাসপাতাল পরিচালনা কমিটির প্রধান ও মাননীয় সাংসদ জনাব সাইমুম সারওয়ার কমল বলেন, "শরণার্থী ও স্থানীয় জনগণের জন্য ইউএনএইচসিআর ও জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার সহায়তা আমরা সব সময় মনে রাখবো। পারস্পরিক সহযোগিতা ও একসাথে কাজ করার সদিচ্ছা না থাকলে কেউই সামনে এগোতে পারে না।"

কক্সবাজার সদর হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও সহকারী পরিচালক ডাঃ রফিক-উস-সালেহীন বলেন, "মহামারীর শুরুতে যখন সবাই আতঙ্কে উদ্বিগ্ন হয়ে সমাধান খুঁজছিল, ইউএনএইচসিআর তখন সবার আগে সামনে এগিয়ে আসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। কক্সবাজারের মত একটি প্রান্তিক জেলায় এরকম চমৎকার সেবা দেখতে পাওয়া আসলেই দারুণ।"

গত জুন মাসের ২০ তারিখে আইসিইউ ও এইচডিইউ উদ্বোধনের পর থেকে এই বিশেষায়িত বিভাগে ১২৪ জন সংকটাপন্ন রোগী ভর্তি হয়েছেন এবং চিকিৎসা নিয়েছেন। এই রোগীদের মধ্যে আছেন শরণার্থী ও কক্সবাজারের স্থানীয় বাংলাদেশী উভয় জনগোষ্ঠীর মানুষেরা।

কক্সবাজার জেলায় কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে ইউএনএইচসিআর ও অন্যান্য সকল মানবিক সংস্থা। পুরো জেলা জুড়ে ১৪টি সিভিয়ার একিউট রেস্পিরেটরি ইনফেকশন আইসোলেশন এন্ড ট্রিটমেন্ট সেন্টার (সারি আইটিসি) গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে মাঝারি ও তীব্রভাবে আক্রান্ত কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

কক্সবাজারে ইউএনএইচসিআর-এর সিনিয়র অপারেশনস কোঅর্ডিনেটর হিনাকো টৌকি বলেন, "করোনাভাইরাস অতিমারী সারা বিশ্বে বিশাল একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের অংশীদারিত্বের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত শরণার্থী ও কক্সবাজারের স্থানীয় জনগণ, সকলে যেন সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সেবা পায়, সেটি নিশ্চিত করার জন্য আমরা একসাথে কাজ করে যাবো"।

শেষ

যোগাযোগঃ
কক্সবাজারঃ লুইজ ডনোভ্যান; donovan@unhcr.org; +৮৮০১৮৪৭৩২৭২৭৯
ঢাকাঃ মোস্তফা মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন; hossaimo@unhcr.org; +৮৮০১৩১৩০৪৬৪৫৯